দৈনিক সংবাদ
তারিখ 18 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

কৃতী ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অবসান চায়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

যশোর বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীরা দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের অবসান চায়। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা চায় পড়াশুনার উপযোগী সুষ্ঠু পরিবেশ।

মাহমুদুর রশীদ

বাগেরহাট থেকে মোঃ মুজিবুর রহমান জানান, যশোর বোর্ডে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোহাম্মদ মাহমুদুর রশীদ ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ প্রকৌশলী হতে চায়। সে মোট ৯শ' ৪২ নম্বর পেয়েছে।

মাহমুদুর রশীদ জানায়, সে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সাত/আট ঘন্টা পড়াশুনা করত। সে এসএসসি পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

বাগেরহাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হারুন-অল-রশীদ ও বেগম মাহমুদা রশীদের একমাত্র ছেলে মাহমুদুর রশীদ জানায়, এসএসসি পরীক্ষায় ৬ষ্ঠ হবার পর এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম হবার জন্য সে চেষ্টা চালায় এবং তার সে চেষ্টা সফল হয়েছে। এ জন্য তার বাবা-মা ও শিক্ষকরা তাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

অবসর সময়ে মাহমুদুর রশীদ বই পড়ে। টেবিল টেনিস আর ক্রিকেট তার প্রিয় খেলা।

মাহমুদুল করিম

যশোর বোর্ডের এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় মাহমুদুল করিম দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসমুক্ত সুষ্ঠু পরিবেশ চায়। সে ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হতে আগ্রহী।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকায়।

কৃতী ছাত্র : পৃঃ ১২ কঃ ৬

কৃতী ছাত্র ঃ সন্ত্রাসের অবসান চায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'সংবাদ'-এর সাথে সাক্ষাৎকারে মাহমুদ জানায়, পরীক্ষার ফলাফলে সে অত্যন্ত আনন্দিত। বিশেষ করে এসএসসির চেয়ে অনেক ভাল হওয়ায় আর ইংরেজী বিষয়ে লেটার নম্বর পাওয়ায় আরো বেশি ভাল লাগছে।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মাহমুদ পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ ৯৩১ নম্বর পেয়েছে। এসএসসিতে সে নবম স্থান অধিকার করেছিল।

মাহমুদ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোলাম আযমের বিচার চায়।

পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান গবেষণা কর্মকর্তা ডঃ আবদুল করিম ও বিএম-ডিসিতে কর্মরতা নিলুফার বেগমের ছেলে মাহমুদ দুই ভাইবোনের মধ্যে বড়।

আমানউল্লাহ

যশোর থেকে রুকুনউদ্দৌল্লাহ জানান, বাংলাদেশের জন্য ছাত্র রাজনীতি অপরিহার্য। কেননা তারা আপস জানে না। সবসময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। তবে সে রাজনীতি হতে হবে গঠনমূলক ও অবশ্যই সন্ত্রাসমুক্ত। কথাগুলো বলেছে, যশোর বোর্ডে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী আমানউল্লাহ।

আমান আগামীতে এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবে। সে এজন্য ভারতের আই-আইটিতে পড়তে আগ্রহী। তার ইচ্ছা পড়াশেষে সে গবেষণার জন্যে নাশাতে যোগ দেবে।

প্রতিদিন সে ঘন্টাপাঁচেক পড়ত। তার কোন গৃহ শিক্ষক ছিল না। ৬ ভাইবোনের মধ্যে সে চতুর্থ। আর ভাইদের মধ্যে সে বড়। তার প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সিপিবি নেতা মনি সিংহ। অবসর সময়ে সে হুমায়ুন আহমদের বই পড়ে ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে। প্রিয় কবি হেলাল হাফিজ।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আমান জানিয়েছেন, মেধাবী ছাত্ররা সরকারী পরিকল্পনার অভাবে দেশে থাকছে না। সরকার তাদেরকে দেশে রাখার চেষ্টাও করছে না। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিতে তার বক্তব্যঃ গুটিকয়েক রাজনৈতিক দল চাইলেই সন্ত্রাস বন্ধ হতে পারে। শুধু দরকার সদিচ্ছার।

আবুল কালাম আজাদ

বিজ্ঞান বিভাগে মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান অধিকারী বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ছাত্র আবুল কালাম আজাদ এসএসসিতেও একই রেজাল্ট করেছিল। এক বোন তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ভাইদের মধ্যে বড় আজাদ প্রকৌশলী হতে আগ্রহী। ওর ইচ্ছা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া। ওর বাবা মরহুম আব্দুল কাদের পশুপালন বিভাগে চাকরি করতেন। মা রোকেয়া কাদের ঢাকার শেরে বাংলা নগরে একটি বেসরকারী স্কুলের শিক্ষিকা।

খুলনা থেকে মানিক সাহা জানান, হাফছা খানম ভবিষ্যতে একজন সফল চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের সেবা করতে চায়। সে যশোর বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

হাফছা খানম খুলনা মহানগরীর সরকারী পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ থেকে তিনটি বিষয়ে লেটারসহ ৮৩৪ নম্বর পেয়েছে। সে নিয়মিত ৩/৪ ঘন্টা পড়াশুনা করত।

মালেকা পারভীন তিনটি বিষয়ে লেটারসহ ৮৪৭ নম্বর পেয়ে মানবিক বিভাগে মহিলাদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সে সরকারী বিএল কলেজের ছাত্রী।

মালেকা পারভীন ভবিষ্যতে কূটনীতিবিদ হতে চায়। সে নিয়মিত ৬/৭ ঘন্টা পড়াশুনা করত। পিতা মোজাম্মেল হক টেলিফোন বিভাগের কর্মকর্তা। ৪ ভাইবোনের মধ্যে সে তৃতীয়।

মাহনূর তাজরিন

মাহনূর তাজরিন দৌলতপুর সরকারী বিএল কলেজ থেকে দুটি বিষয়ে লেটারসহ ৭২৯ নম্বর পেয়ে বাণিজ্য বিভাগে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সে ভবিষ্যতে অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চায়। সে নিয়মিত ৪ ঘন্টা পড়াশুনা করত। তার বাবা বিএল কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান।

সোমা ঘোষ

সোমা ঘোষ দৌলতপুর সরকারী বিএল কলেজ থেকে তিনটি বিষয়ে লেটারসহ ৮১৪ নম্বর পেয়ে মানবিক বিভাগে মহিলাদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সে ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করতে চায়। তার পিতা বিএল কলেজের বাংলার অধ্যাপক এবং মা শিক্ষিকা।